আরএলপি বদলে দিল সুমেরার জীবন

সুমেরা বেগম চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার মাক্তাপুর গ্রামের অতিদরিদ্র পিতা মোঃ গোলাম মোস্তফার মেয়ে । তার পিতা পাশের গ্রামে ১জন দিন মুজুরের সাথে তার বিয়ে দেন । যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় ১৯৯৮ সালে সুমেরাকে তার স্বামী তালাক দেন ফলে সুমেরাকে দরিদ্র পিতার বাড়ীতে বোঝা হয়ে ফিরে আসতে হয় । অতঃপর তিনি পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের আওতায় মাক্তাপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ এ ভর্তি হন । উক্ত সমিতি হতে ১৯৯৯ সালে "গাভী পালন" কর্মকান্ডে ৭০০০/= কর্জ গ্রহন করেন। ঋণের টাকা এবং নিজস্ব কিছু পুজিঁ দিয়ে ১টি গাভী কিনে গাভী পালন শুরু করেন ।

তিনি প্রতি বছর ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত পরিশোধ করে আসছেন । তিনি ইতি মধ্যে ৬টি গরু বিক্রয় করেন এবং বর্তমানে তার গরুর পরিমান ৫ টি, যার বর্তমান বাজার মূল্য ২,২৫,০০০ টাকা । তিনি গাভীপালনের পাশাপাশি অন্যের ২বিঘা জমি লিজ নিয়ে শাকসবজী চাষ করছেন । এ বছর ঐ জমিতে পুঁই শাক চাষ করে ৪০,০০০ টাকা আয় করেন । বর্তমানে সে জমিতে নাচোলের বিখ্যাত ঘিওন বেগুন চাষ করছেন । বেগুন চাষ হতে এ বছর ১৪০,০০০ টাকা আয় হবে বলে তিনি আশা করছেন । গত ০৯/১১/২০১৫ ইং তারিখে ক্ষুদ্রব্যবসা কর্মকান্ডে ২০,০০০/= টাকা ঋণ গ্রহন করে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছেন । ইতি মধ্যে তিনি তার পিতার ভিটায় ছনের ঘরের পরিবর্তে টিনের ঘর করেছেন । বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল বসিয়েছেন । সমিতিতে তার বর্তমানে শেয়ার ৮৯০/= সঞ্চয় ৮৯৯৫/= টাকা জমা আছে । তার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প বদলে দিয়েছে তার দুঃখের জীবন। ছেলের মত বৃদ্ধ বাবা- মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বর্তমানে তিনি সুখে আছেন। তিনি আর সমাজের বোঝা নন । তার সফলতায় গ্রামের অনেক মহিলায় এখন তাকে অনুকরণ করছে । সুমেরা বর্তমানে মাক্তাপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতির ম্যানেজার, বিভিন্ন পরামর্শের জন্য গ্রামের মানুষেরা এখন তার কাছে যায় । নারীর ক্ষমতায়নে মাক্তাপুর গ্রামে তিনি এক উজ্জল দৃষ্টান্ত ।